بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

# খুতবা জুম'আ

## আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত বেলাল বিন রাবাহ্ রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের

## খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

**তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ**

আজ আমি যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব, তিনি হলেন হযরত বেলাল বিন রাবাহ্ (রাঃ)। হযরত বেলাল (রাঃ) উমাইয়্যা বিন খালাফ-এর ক্রীতদাস ছিলেন। হযরত বেলালের বর্ণ গোধুম ও কালচে। দেহ শীর্ণ, মাথার চুল ঘন কিন্তু গালে মাংস খুবই কম ছিল। হযরত বেলাল বেশ কয়েকটি বিয়ে করেন। তাঁর কোন কোন স্ত্রী আরবের অত্যন্ত ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর এক স্ত্রীর নাম ছিল হালা বিনতে অউফ, যিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এর বোন ছিলেন। এক স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দ খওলা নিয়া। হযরত বেলালের একজন ভাই ছিলেন, যার নাম ছিল খালেদ, আর এক বোন ছিলেন, যার নাম ছিল গুফায়রা। মহানবী (সাঃ) বলেন, বেলাল হলেন 'সাবেকুল হাবশা' অর্থাৎ ইথিওপিয়াবাসীদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

ওরওয়া বিন যুবায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বেলাল বিন রাবাহ্ তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাকে শাস্তি দেয়া হতো যেন তিনি নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি তাদের সামনে কখনো সেই বাক্য উচ্চারণ করেননি যা তারা চাইতো, অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লাকে অস্বীকার করা। মানুষ যখন হযরত বেলালকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করত তখন হযরত বেলাল 'আহাদ আহাদ' বলতেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বেলাল যখন ঈমান আনয়ন করেন তখন হযরত বেলালকে তাঁর মালিকরা ধরে মাটিতে শুইয়ে দেয় আর তাঁর ওপর পাথর ও গরুর চামড়া দিয়ে দেয় এবং বলে, তোমার প্রভু হলো 'লাত' ও 'উয্যা', কিন্তু তিনি বার বার 'আহাদ আহাদই বলতেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর মালিকদের কাছে আসেন এবং বলেন, আর কতদিন তোমরা এই ব্যক্তিকে কষ্ট দিতে থাকবে? হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত বেলালকে সাত ওকিয়া-য় ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) সাতজন এমন ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়েছেন যাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো। তাদের মাঝে হযরত বেলাল এবং হযরত আমের বিন ফুহায়রা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রাঃ) বলতেন, আবুবকর (রাঃ) আমাদের সরদার আর তিনি আমাদের নেতা অর্থাৎ বেলালকে মুক্ত করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন,খোদাতা'লা যখন মুসলমানদেরকে মদিনায় নিরাপত্তা প্রদান করেন আর তারা স্বাধীনভাবে ইবাদত করার সুযোগ লাভ করে, তখন মহানবী (সাঃ) বেলাল (রাঃ)কে আযান দেয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। এই ইথিওপিয়ান ক্রীতদাস আযান দিতে গিয়ে যখন 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'এর পরিবর্তে 'আস্হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতো তখন মদিনাবাসীরা, যারা তার অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিল, হাসাহাসি করত। একদা মহানবী (সাঃ) বেলাল (রাঃ)এর আযান শুনে তাদেরকে হাসাহাসি করতে দেখে তাদের দিকে ঘুরে বলেন, তোমরা বেলালের আযান শুনে হাসাহাসি করছ, কিন্তু খোদাতা'লা আরশে তার আযান শুনে আনন্দিত হন। তাঁর (সাঃ) ইঙ্গিত এদিকেই ছিল যে, তোমরা তো এটি দেখছো যে, তিনি শীন উচ্চারণ করতে পারেন না, কিন্তু শীন এবং সীন এ কী যায় আসে? খোদাতা'লা জানেন যে, উত্তপ্ত বালুর

ওপর খোলা পিঠে তাকে শুইয়ে দেয়া হতো আর নিষ্ঠুর লোকেরা তাদের জুতাসহ তার বুকের ওপর নৃত্য করত এবং জিজ্ঞেস করত, শিক্ষা হয়েছে নাকি হয়নি? তখন তিনি আধো আধো ভাষায় 'আহাদুন আহাদুন' বলে খোদাতা'লার তৌহীদ বা একত্ববাদের ঘোষণা দিতে থাকতেন আর স্বীয় বিশ্বস্ততা, নিজ একত্ববাদের বিশ্বাস আর আপন হৃদয়ের দৃঢ়তার স্বাক্ষর রাখতেন। অতএব তার আসহাদু অনেক মানুষের আশ্হাদু'র চেয়ে অধিক মূল্যবান ছিল। হযরত বেলাল (রাঃ) প্রাথমিক মুসলমানদের একজন হিসেবে গণ্য হন। তিনি ইসলাম (গ্রহণের) ঘোষণা তখন দিয়েছিলেন যখন মাত্র সাতজন মানুষের এই ঘোষণা দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

প্রাথমিক যুগে হযরত বেলাল (রাঃ)এর ঈমান আনয়নের কথা উল্লেখ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) একস্থানে এভাবে বলেন যে, হযরত খুব্বাব (রাঃ), যিনি প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের একজন ছিলেন আর যার সম্পর্কে এই মতভেদ রয়েছে যে, তিনি প্রথমে বয়আত করেছিলেন না-কি বেলাল (রাঃ)। কেননা মহানবী (সাঃ) একদা বলেন, একজন ক্রীতদাস ও একজন স্বাধীন ব্যক্তি সর্বপ্রথম আমাকে গ্রহণ করেছিল। কতিপয় ব্যক্তি এর অর্থ করে হযরত বেলাল ও আবুবকর (রাঃ), আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে হযরত আবুবকর ও হযরত খুব্বাব (রাঃ)। তাবাকাতুল কুবরাতে লেখা আছে যে, হযরত বেলাল (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সাথে বদর, উহুদ ও পরিখাসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে হযরত বেলাল উমাইয়্যা বিন খালাফকে হত্যা করেন, যে ইসলামের চরম শত্রু ছিল আর হযরত বেলালকে ইসলাম গ্রহণের কারণে কষ্ট দিত। উমাইয়্যা বিন খালাফ-এর হত্যার ঘটনা সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, যার বিস্তারিত খুবায়েব বিন আসাফ-এর স্মৃতিচারণের সময় আমি তুলে ধরেছি।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত বেলাল মহানবী (সাঃ)এর কোষাধ্যক্ষ-ও ছিলেন। হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বলেন, আল্লাহর পথে আমাকে এত কষ্ট দেয়া হয়েছে যা আর কাউকে দেয়া সম্ভব নয় এবং আল্লাহর পথে আমাকে এত হুমকি দেয়া হয়েছে যা আর কাউকে দেয়া সম্ভব না; আর আমাদের তিন তিনি দিন কেটে যেতো কিন্তু আমার ও বেলালের কাছে এমন কোন খাবার থাকত না যা কোন প্রাণী খেতে পারে। হযরত বেলাল সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন হওয়ারও সৌভাগ্যলাভ করেন। হযরত বেলাল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর পুরো জীবন জুড়ে সফর ও সফরের বাইরে তাঁর (সাঃ) মুয়াজ্জিন ছিলেন; আর ইসলামে তিনি (রাঃ)ই প্রথম ব্যক্তি যিনি আযান দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে তার পিতা বলেছিলেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নামাযের উদ্দেশ্যে ডাকার জন্য প্রথমে শিঙ্গার কথা ভাবলেন, পরে ঘন্টা বাজানোর নির্দেশ দিলেন এবং তা বানানো হল।' পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ্

বিন যায়েদকে স্বপ্ন দেখানো হয়। তিনি বলেন, "আমি স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখি যার গায়ে দু'টো সবুজ কাপড় ছিল। সেই ব্যক্তি ঘন্টা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল; আমি স্বপ্নেই তাকে বললাম, 'হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি এই ঘন্টাটি বিক্রি করবে?' সে জিজ্ঞেস করল, 'এটি তুমি কী করবে?' আমি বললাম, 'এটি দিয়ে আমি নামাযের জন্য ডাকব।' সে বলল, 'আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পন্থা বলব কি?' আমি বললাম, 'সেটা কী?' তখন সে পুরো আযানের বাক্যগুলো শোনায়, বর্ণনাকারী বলেন, "হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বের হন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর কাছে আসেন ও হুযূর (সাঃ)কে তার স্বপ্নের ঘটনার কথা বলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীদের বলেন, 'তোমাদের বন্ধু স্বপ্ন দেখেছে।' এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদকে নির্দেশ দেন, 'তুমি বিলালের সাথে মসজিদে যাও এবং তাকে এই বাক্যগুলো বলতে থাক আর সে এগুলো উচ্চস্বরে উচ্চারণ করবে, কারণ তোমার চেয়ে তার কণ্ঠস্বর বেশি উঁচু।' হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ বলেন, 'আমি বিলালের সাথে মসজিদে গেলাম এবং তাকে এই বাক্যগুলো বলি, আর তিনি তা উচ্চস্বরে পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। হযরত উমর বিন খাত্তাব এই বাক্যগুলো শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর কসম, আমিও স্বপ্নে তা-ই দেখেছি যা সে দেখেছে!' আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সাঃ) আযানের শব্দাবলী শুনে বলেন, এ অনুসারে ওহীও অবতীর্ণ হয়েছে। এক কথায়, এভাবেই বর্তমান আযানের রীতি চালু হল। আর এই পদ্ধতিটি এতই আশিষময় এবং মনোমুগ্ধকর যে, অন্য কোন পদ্ধতি এর মুকাবেলা করতে পারে না। বস্তুত ইসলামী বিশ্বে প্রতিদিন পাঁচবার প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে এবং প্রতিটি মসজিদ হতে খোদার একত্ববাদ ও মহানবী (সাঃ)এর রিসালতের ধ্বনি উচ্চারিত হয়। আর এই আযানের মাধ্যমেই ইসলামী শিক্ষার সারাংশ অত্যন্ত সুন্দর এবং পরিপূর্ণভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো হয়ে থাকে।

হযরত মূসা বিন মুহাম্মদ (রাঃ) নিজ পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দেয়া শেষ করে মহানবীকে অবহিত করার মানসে মহানবী (সাঃ)এর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন, "হাইয়া আলাস্ সালাহ্ হাইয়া আলাল ফালাহ্, আস্ সালাতু ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)!" অর্থাৎ, নামাযের জন্য আসুন! কল্যাণ ও সফলতার দিকে আসুন হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) নামায! মহানবী (সাঃ) যখন নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন তখন হযরত বেলাল (রাঃ) তাঁকে (সাঃ) দেখে সাথে সাথে ইকামত আরম্ভ করে দিতেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই তথ্যটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয় কেননা ইকামত তখনই হওয়া উচিত যখন ইমাম সাহেব মিম্বরে গিয়ে উপস্থিত হন। সুনানে ইবনে মাজাহ্-তে হযরত বেলাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি যখন ফজরের নামাযের সময় অবগত করার জন্য মহানবী (সাঃ)এর নিকট উপস্থিত হন তখন তাকে বলা হল, মহানবী (সাঃ) ঘুমাচ্ছেন। অতঃপর হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন, "আস্সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম, আস্সালাতো খাইরুম মিনান নওম"। এরপর থেকে ফজরের নামাযের আযানে এই বাক্যদ্বয় যুক্ত হয়ে গেল এবং এই পদ্ধতিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, (এটি শুনে) মহানবী (সাঃ) বলেন, হে বেলাল! এটি কতই না উত্তম বাক্য! তুমি এটিকে ফজরের নামাযের আযানে যুক্ত করে নাও। মহানবী (সাঃ)এর ৩ জন মুআযযিন ছিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ), আবু মাহযুরাহ্ (রাঃ) এবং আমর বিন উম্মে মাকতুম (রাঃ)।

খুৎবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এখনও তাঁর (অর্থাৎ হযরত বেলালের) আরো কিছুটা বিবরণ বাকী আছে যা আমি আগামীতে উপস্থাপন করবো, ইনশাআল্লাহ্।

এরপরে হুযুর আনোয়ার, বেলজিয়াম নিবাসী স্নেহের রঊফ বিন মকসুদ জুনিয়র,ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া ইউ.কে, ইসলামাবাদ জেলার সাবেক নায়েব আমীর জাফর ইকবাল কুরায়শী সাহেব, সেনেগালের অনারেবল কাবেনে কাওজা কাটা সাহেব এবং পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের পূর্বতন আইনজীবি যিনি বর্তমানে কানাডায় বসবাসরত ছিলেন-মরহুমগণের প্রশংসাসূচক উন্নত চারিত্রীক গুনাবলীর বর্ণনা করে তাদের ক্ষমার জন্য দোয়া করেন এবং নামাযে জুম্মার পর মরহুমগণের গায়েবে নামায জানাযা পড়ার ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنَسْتَعِیْنُہٗ وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَکَّلُ عَلَیْہِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَیِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ یَّھْدِہِ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُّضْلِلْہُ فَلَا ھَادِیَ لَہٗ وَنَشْھَدُ اَنْ لَّآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَنَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ. عِبَادَ اللّٰہِ
رَحِمَکُمُ اللّٰہُ اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَآءِ ذِی الْقُرْبٰی وَیَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ
تَذَکَّرُوْنَ اُذْکُرُوا اللّٰہَ یَذْکُرْکُمْ وَادْعُوْہُ یَسْتَجِبْ لَکُمْ وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اَکْبَرُ۔

<u>('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)</u>

To

**BOOK POST**
**PRINTED MATTER**

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
11 September 2020

*Makeup & Distribute* **FROM**

**AHMADIYYA MUSLIM MISSION**
**NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B**

**www.mta.tv**
**www.alislam.org**
**www.ahmadiyyabangla.org**

## সত্যের সন্ধানে

আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ চারদিন ব্যাপি আবারো ‘সত্যের সন্ধানে’ এম.টি.এ তে শুরু হতে চলেছে। অনুষ্ঠানটি ২৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার যথারীতি ভারতীয় সময় রাত্রি সাড়ে সাতটা থেকে সম্প্রচারিত হবে ও ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হুযুরের লাইভ খুৎবা শেষে রাত্রি আট-টায় শুরু হবে। ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শনি ও রবিবার পূনরায় রাত্রি সাড়ে সাতটা থেকে সম্প্রচারিত হবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের নিজ জামা’তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভাইবোনেরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে এই অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করেন, তার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সেখ মহাম্মদ আলী, জেলা মুবাল্লীগ ইনচার্য, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ